موضوع الخطبة: الإيمان باليوم الآخر-5

الخطيب: فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله

موضوع الخطبة: الإيمان بالملائكة

لغة الترجمة: البنغالية

المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق

الإيميل: rashidlutful@gmail.com

https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (৫)

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কে জীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর, জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন।

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُون﴾.

অনুবাদঃ তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা হল এই বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনা:

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মাখলুকের পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের একত্রিত করা, শাস্তি ও হিসাব এবং জান্নাতের নিয়ামত, আজ আমরা জাহান্নামের গুণাবলী ও ধরন নিয়ে কথা বলব, ইনশাল্লাহ।

1- আল্লাহর বান্দাগণ! শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস এবং এ দুটিই সৃষ্টির চিরস্থায়ী আবাস। তাই জান্নাত হল আনন্দের ঘর যা আল্লাহ মুমিন ও দীনদার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এবং জাহান্নাম হল শাস্তির স্থান, যা আল্লাহ দুই ধরনের মানুষের জন্য প্রস্তুত করেছেন: কাফের এবং এমন মুমিন যারা বড় পাপ করে।

2-হে মুমিনগণ! জাহান্নামে যাওয়া মুমিনদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমত হল তাদের পাপ থেকে শুদ্ধ করা। এর পরে আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, কারণ জান্নাত একটি পবিত্র স্থান, তাই সেখানে কেবল পবিত্র আত্মারা প্রবেশ করবে এবং পাপ হল অপবিত্রতা। তাই প্রথমে এই গুনাহ থেকে তাদের পবিত্র করা ওয়াজিব, এটা মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা, কিন্তু আল্লাহ বড় বড় গুনাহকারী মুমিন বান্দাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন দেন এবং বিনা শাস্তিতে তাদের জান্নাত দান দান করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾

অনুবাদঃ আল্লাহ শিরক কখনো মাফ করবেন না, এবং শিরক ছাড়া গুনাহ তিনি যাকে চাইবেন মাফ করবেন।

তাই আল্লাহ যাকে ক্ষমা করেন তা তাঁর অনুগ্রহ এবং যাকে তিনি শাস্তি দেন তা তাঁরই ন্যায়বিচার।কাফেরকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে আল্লাহর প্রজ্ঞা হলো তাকে লাঞ্ছিত করা। এ শাস্তি দ্বারা তার পবিত্রতা উদ্দেশ্য নয়। কারণ মন্দ তার মধ্যে শিকড় গেড়েছে, যা আগুন দিয়েও দূর হবে না। অতএব, সে সর্বদা জাহান্নামে থাকবে, আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি।

3- জাহান্নামে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও আযাব হবে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমরা যালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল !

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لاَّ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا * يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا﴾.

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে করেছেন অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন

জ্বলন্ত আগুন। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক পাবে না, কোনো সাহায্যকারীও নয়।

যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!'

4- এটা জানা যায় যে অবিশ্বাসীরা চিরকাল জাহান্নামে বাস করবে, কিন্তু পাপী মুমিনরা - যদি আল্লাহ তাদের ক্ষমা না করেন - একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে, তারা যে পাপ করেছে সে অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে। যেমন জিহ্বার গুনাহ, বা গোপনাঙ্গের গুনাহ, অথবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, বা হারাম (গান ও কথাবার্তা) শোনা, বা হারাম জিনিসের দিকে তাকানো, বা হারাম জিনিস খাওয়া ইত্যাদির গুনাহ। তবে আগুন সেজদার স্থান স্পর্শ করবেন না। এটি নামাজের স্থান ও মর্যাদা প্রমাণ করে, আগুন তাদের একজনের গোড়ালি, একজনের হাঁটু, অন্যজনের কোমর, এবং তাদের কারোর গলার হাড় পর্যন্ত পৌঁছাবে। এটি গলা এবং ঘাড়ের মধ্যবর্তী হাড়কে বোঝানো হয় নির্দেশ। এটি একটি প্রমাণ যে, তাদের শাস্তি কঠোরতা এবং তীব্রতা অনুসারে ভিন্ন হবে, তাই যখন তারা তাদের শাস্তি শেষ করবে, তখন তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। তারপর তাদের জান্নাতের প্রথম অংশে একটি স্রোতে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে বলা হয় জীবনের পানি। যাতে তারা পানির প্রবাহে প্রাকৃতিক বীজের মতো বেড়ে ওঠবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

5- জাহান্নামের গঠন অনেক বড়, এর দৃশ্য খুবই ভয়ানক এবং এর জ্বলন খুবই কঠিন, এর আকারের প্রমাণ হল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই হাদিস, তিনি বলেনতিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেদিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় আনা হবে যে তার সাথে সত্তর হাজার লাগাম লাগানো হবে এবং প্রতিটি লাগাম ধরে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা, যারা তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

6- তার দৃশ্য ভয়ংকর হবে, তা আল্লাহ তায়ালার এই ফরমান থেকে জানা যায়ঃ

﴿إنها ترمي بشرر كالقصر﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপন করবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য।

এটা জানা ছিল যে জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গগুলি তাদের আয়তনে একটি প্রাসাদের মতো, (আয়াতটিতে শব্দটি) কাসর হল কাসরা শব্দের বহুবচন, যার অর্থ একটি গাছের শিকড়, তাই জাহান্নাম থেকে উড়ে আসা স্ফুলিঙ্গগুলি একটি গাছের শিকড়ের মতো। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

7- এর দহনের তীব্রতা নবী সাঃ এর এই হাদিস থেকে জানা যায়: "এই দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরতম (৭০) অংশ। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল! এই দুনিয়ার আগুন যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেনঃ সেই আগুন উনসত্তর (৬৯) অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রতিটি অংশ পৃথিবীর আগুনের মত উত্তপ্ত।"

8-হে মুসলমানগণ! জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটির জন্য একটি নির্দিষ্ট

এবং পরিচিত অংশ বিভক্ত, আল্লাহ বলেন:

﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين * لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾.

অনুবাদ: আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান,

'সেটার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য (শয়তানের অনুসারীদের) নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।'

9- জাহান্নামীদের খাবারও তাদের গ্রেড অনুযায়ী ভিন্ন হবে, কারণ জাহান্নামীদের শাস্তি তাদের পাপের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুযায়ী একে অপরের থেকে আলাদা হবে। কিছু জাহান্নামীদের খাবার পুজ পচা রক্ত হবে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾

অনুবাদ: আর কোনো খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া।

গিসলিন বলতে জাহান্নামীদের ক্ষত থেকে প্রবাহিত পুঁজকে বোঝায়।

জাহান্নামীদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যাদের খাবার হবে কাঁটাযুক্ত গাছ, অর্থাৎ শুকনো কাঁটাযুক্ত গাছ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع﴾

অনুবাদঃ তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া,

কিছু জাহান্নামীদের খাবার যাক্কুমের গাছ হবে।

﴿إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم﴾

অনুবাদ: নিশ্চয় যাক্কূম গাছ হবে পাপীদের খাদ্য, গলিত তামার মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে।

যাক্কুম এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের মূল থেকে জন্মে এবং তা দেখতে এবং খেতে খুবই অপছন্দনীয়, আল্লাহ বলেনঃ

﴿أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلعها كأنه رؤوس الشياطين * فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون﴾.

অনুবাদঃ আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেয়, না যাক্কুম গাছ? যালিমদের জন্য আমরা এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, এ গাছ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা,

তারা তো এটা থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে।

10- জাহান্নামীদের পানীয়ের জন্য, তাদের গরম পানি দেওয়া হবে এবং তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে, যার দ্বারা তাদের শরীরের বাইরের অংশে এবং পেটের ভিতরের অংশেও শাস্তি দেওয়া হবে, যার দ্বারা তাদের চামড়া পচে যাবে এবং তাদের অন্ত্র কেটে যাবে, আল্লাহ বলেনঃ

﴿فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يُصب من فوق رؤوسهم الحميم * يُصهر به

﴿ما في بطونهم والجلود﴾

অনুবাদ: অতএব যারা কুফরী করে তাদের জন্য কেটে তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে।

﴿وسُقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم﴾

অনুবাদঃ তাদের পান করানো হবে, ফুটন্ত পানি, ফলে তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য অন্যান্য ধরণের আরো পানীয় থাকবে যা আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেনঃ

﴿هذا فليذوقوه حميم وغسَّاق * وآخر من شكله أزواج﴾

অনুবাদঃ এটাই, কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ । আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ।

11- কেয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। সেই তিন প্রকারের লোক হল: ফেরাউন ও তার অনুসারী, বনী ইসরাঈলের সেই লোকগণ যারা কুফরী করেছিল এবং মুনাফিক। এর দলীল হচ্ছেঃ

﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾

অনুবাদঃ এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে ।'

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেনঃ

﴿فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين﴾

অনুবাদঃ কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি সৃষ্টিকুলের আর কাউকেও দেব না ।

মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿إن المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار﴾

অনুবাদঃ মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে।

12- কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা লঘু 'আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার, তাতে তার মগয ফুটতে থাকবে।

13- সকল মানুষকে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, সে মুমিন হোক বা কাফের। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا }

অনুবাদঃ আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়েই অতিক্রম করবে, এটা আপনার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু সেই মুমিনদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ বাঁচাতে চান, আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না, বরং তারা এর উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করবে এবং আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না, কিন্তু

আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান, সে একজন পাপী মুমিন হোক বা কাফির, সেতুর সাথে লাগানো পেরেক তাকে ধরে নিবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, কিন্তু মুমিনদের তাদের পাপ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে, তারপর, তাদের সেখান থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। মুনাফিকদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর বাণীর এটাই মর্মঃ

﴿ ونذر الظالمين فيها جِثيا﴾

অনুবাদঃ পরে আমরা উদ্ধার করব তাদেরকে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

14- জাহান্নামীদের চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আল্লাহ বলেন:

{ وَنَسُوقُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرۡدٗا }

অনুবাদঃ এবং অপরাধিদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।

15-সেদিন জাহান্নামীদের এমন কিছু নিদর্শন থাকবে, যা দেখে ফেরেশতারা তাদের চিনতে পারবেন এবং চিনতে পেরে তাদের কপাল ও পা ধরে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ বলেন:

﴿يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذُ بالنواصي والأقدام﴾

অনুবাদঃ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে ।

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿يوم يُدَعُّون إلى نار جهنم دعًّا﴾

অনুবাদ: যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে

16- জাহান্নামীদেরকে এমন শাস্তিও দেওয়া হবে যে, তাদেরকে মুখের দিকে উপুড় করে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন।

{ يَوۡمَ يُسۡحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ }

অনুবাদঃ যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, ‘জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।’

জাহান্নামীদের শাস্তির মধ্যে একটি হবে তাদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে, যা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

﴿فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار﴾

অনুবাদঃ অতএব যারা কুফরী করে তাদের জন্য কেটে তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।

এছাড়াও, তাদেরকে আগুনে মোড়ানো পিতলের পোশাকে পরিধান করানো হবে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿سرابيلهم من قَطِران﴾

অনুবাদঃ তাদের জামা হবে আলকাতরার।

জাহান্নামীদের একটি শাস্তি এটাও দেওয়া হবে যে, তাদের লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করা হবে, যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿ولهم مقامع من حديد﴾

অনুবাদঃ এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।

17- জাহান্নামের আগুন দেখে গর্জন করে এবং চিৎকার করে, এর প্রমাণ আল্লাহর এই বাণীঃ

﴿إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا﴾

অনুবাদঃ দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার।

অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন যখন কাফেরদের হাশরের ময়দানে দেখবে, তখন তারা এর টগবগ করে ফুটতে থাকার শব্দ শুনতে পাবে এবং তারা এর গর্জন ও হুঙ্কার শুনতে পাবে, এ দুটি বিখ্যাত শব্দ, কিন্তু এগুলোর অবস্থা কেমন হবে একমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি বলেনঃ

(إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور * تكاد تميز من الغيظ)

অনুবাদঃ যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত। যেন রাগে ফেটে পড়বে।

18- জাহান্নামের আগুন জ্বলবে এবং স্তিমিতও হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿كلما خَبت زدناهم سعيرا﴾

অনুবাদঃ যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব।

بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما صرَّف فيه مِن الآيات والذِّكْر الحكيم، واستغفِروا الله؛ إنه كان غفارًا

الخطبة الثانية

19- আল্লাহ তা‘আলা এটা ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন। তিনি বলেনঃ

﴿ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾

অনুবাদঃ কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ কথা অবশ্যই সাব্যস্ত যে, আমি নিশ্চয় কতেক জিন ও মানুষের সমন্বয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।

20- আল্লাহর বান্দাগণ! জাহান্নাম একটি মাখলুক। এবং তা এখনও মজুত রয়েছে। এর দলীল হলঃ

{ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ }

অনুবাদঃ আর তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

হাদীস থেকে এর দলীল হল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি বানী কা'ব এর বাবা আমর ইবনু লুহাই ইবনু কামা'আহ ইবনু খিনদিফকে জাহান্নামের মাঝে দেখেছি সে তার পেট হতে সব নাড়ী-ভুড়ি টেনে বের করছে।

আরেকটি হাদীসে এসেছেঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই 20টি বিষয় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দরকারী তথ্য সম্বলিত একটি আলোচনা, একজন মুসলমানের সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত, যাতে জাহান্নামের স্মৃতি তার মনে সর্বদা তাজা থাকে, সে ভাল কাজ করতে আগ্রহী হয় এবং পাপ ও অলসতা থেকে দূরে থাকে।

• হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

• হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে জান্নাতের নিকট নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

• হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا